আজ-কাল-পরশু

শপিং মল : অন্য চোখে

তির্যক

সারা পশ্চিমবাংলায় সাজো সাজো রব তুলে রাজ্যের শপিং মল তৈরি হচ্ছে, বারাসাত থেকে বাঁশদ্রোণী, শিলিগুড়ি থেকে স্বরূপনগর— নিমেষেই গ্লোবাল ভিলেজ, গ্লোবাল মেট্রোপলিস হয়ে উঠেছে— মেট্রো রেল আর মেট্রো ক্যাশ-ক্যারির সহায়তায়।

আন্দোলনও গড়ে উঠেছে, যথারীতি। অঙ্গরাজ্যে 'ক্ষমতা দখল' করার দিবাস্বপ্ন ছেড়ে যাঁরা অঙ্গরাজ্যে 'পুঁজিবাদ গড়ার' ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব তাঁদের চওড়া কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তাঁরা যথারীতি এই সমস্ত আন্দোলনে 'মাওবাদী-বিদেশি চক্রান্ত' খুঁজে পেয়েছেন। যদিও এখনও ল্যান্ডমাইনের বিস্ফোরণ সমস্ত বিরোধিতাকে একই লাইনভুক্ত করেনি— তবে কলকাতায় আগত শীতের শেষে শেলি -বর্ণিত বসন্ত কি আর দূরে থাকতে পারে?

শপিং মল-এর অর্থনৈতিক দিক নিয়ে আন্দোলনকারীরা এবং বামপন্থী (মানে পুঁজিবাদ গড়া যাদের অ্যাজেন্ডা) পুঁজিপতিরা চাপান-উতোরে ব্যস্ত থাকুন, এই অবসরে আমরা এই শপিং মল-এর বিষয়ে একটি প্রায় অচর্চিত বিষয়কে সামনে আনার চেষ্টা করি। গড়-পড়তা শপিং মল-এর চেহারাটা কি ভালো করে দেখেছেন? মনি স্কোয়ার, স্পেনসার, প্যান্টালুনরা কতটা জায়গা দখল করেছে ভেবে ছেন একবার? শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য কী পরিমাণে বিদ্যুৎ শক্তি লাগবে তা কি ভেবেছেন? এই পুঁজিবাদ গড়া যখন মধ্যগগনে আসবে তখন কার্বন দূষণে রাজ্যের কী হাল দাঁড়াবে তা কি রাজ্যসরকারের মাথায় আছে?

বিদ্যুৎ শক্তি খরচার একটা মোটা দাগের হিসাব কষা যাক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায়-আধুনিক সভাকক্ষ— বিবেকানন্দ হল। সব মিলিয়ে আয়তন কম-বেশি ৯০০০ ঘনফুট (তিরিশ ফুট লম্বা, তিরিশ ফুট চওড়া, দশ ফুট উঁচু)। ঐ আয়তন ঠান্ডা করার জন্য মজুত রয়েছে ৭.৫ টন ক্ষমতা যুক্ত তিনটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র। হাতের কাছের কোনো একটা ছোটখাটো 'বিগ বাজার' বা 'প্যান্টালুনে' যান। যে পরিমাণ স্থান জুড়ে পণ্য সাজানো রয়েছে তার আয়তন অন্তত ৯০ ফুট লম্বা, ১০০ ফুট চওড়া, ২০ ফুট উচ্চতা। সব মিলিয়ে ১,৮০,০০০ ঘনফুট— ঐকিক হিসেবে তাতে ১৫০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র লাগবে। এখানেই শেষ নয়। এই সমস্ত বিপণন কেন্দ্রে সর্বদা মানুষের ঢোকা-বেরোনো রয়েছে, এবং প্রায় কারোরই এয়ার লক ব্যবস্থা নেই। ফলে শক্তির অপচয় হবে মারাত্মক। প্রায় সব শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের কোম্পানির বিজ্ঞাপনের ঝকঝকে বইতে দেখছি, এই অপচয়ের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো মোট ক্ষমতার ৫ শতাংশ। ফলে যুক্ত হলো আরো একটি ৭.৫ টন ক্ষমতার শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র। এই সমস্ত বিপণন কেন্দ্রে আবার বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা রাখতে হয়— এয়ার থ্রোয়ার যন্ত্র চালিয়ে তা করতে হয়। এই যন্ত্রটি যে প্রযুক্তিতে চলে তাতে অতিরিক্ত শক্তির যোগান দেওয়া প্রায় অবধারিত। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতার প্রায় ২৫ শতাংশ ব্যয় হবে এর জন্য । অর্থাৎ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার সঙ্গে আরো প্রায় ৩৮.৫ টন ক্ষমতার যন্ত্র জুড়তে হবে। সব মিলিয়ে ১৯৬ টন ক্ষমতা। এর সঙ্গে আসুন তুলনা করি রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের পাঁচটি গবেষণাগার ও তিনটি পাঠক্রম সম্পন্ন একটি গড়পড়তা বিভাগের সঙ্গে। এমন একটি বিভাগে গড়ে জায়গা থাকবে ২০,০০০ ঘন ফুট। তার জন্য সব মিলিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের জন্য চালু রয়েছে একটি ৫০ টনের যন্ত্র। এই ক্ষমতা ব্যবহার হয় সকাল নটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত, আর রাত সাতটা থেকে সকাল নটা অবধি লাগে মাত্র ১৮.৫ টন ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্র। কিন্তু শপিং মলে? সকাল আটটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত এই ১৯৬ টনের ধাক্কা। এছাড়া রয়েছে হিমায়নের বন্দোবস্ত, যার প্রতি ঘনফুটে প্রায় ০.৭ ক্ষমতা সম্পন্ন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র লাগে। মাছ, সব্জি ও সর্বোপরি আইসক্রিমের জন্য এই যন্ত্র চলবে চব্বিশ ঘন্টা। গড়পড়তা একটা আইসক্রিম রাখার হিমায়নের যন্ত্রের আয়তন ১৫০ ঘন ফুট। কম করে চার-পাঁচটি এমন বস্তু থাকে প্রায় প্রতিটি শপিং মলে। ফলে যোগ হলো আরো ৪৫০ টনের অতিরিক্ত বোঝা। ফলে শুধু শীতাতপের জন্য লাগছে মোট ৬৫৫ টনের যন্ত্র। এমন একটা টনের যন্ত্র পিছু স্থানীয়ভাবে যতটা তাপ ছেড়ে দিতে হয় সেটাই সহনীয় মাত্রার চেয়ে সামান্য বেশি। ফলে ৬৫৫ টনের জন্য অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। টাটকা অভিজ্ঞতার জন্য বাইপাশের ধারে মনি স্কোয়ারের পেছনের বস্তি অথবা গড়িয়াহাট প্যান্টালুনের পেছনদিকে অনুগ্রহ করে দাঁড়ান। গ্যারান্টি দিচ্ছি নিখরচায় এমন সুন্দর 'সনা বাথ' আপনি ভুভারতে পাবেন না। ঘাম মোছার জন্য একটা তোয়ালে নিতে ভুলবেন না যেন। যখন উন্নয়ন বিরোধীদের আন্দোলনের ফলে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না বলে বিজলি চলে যাবে যখন তখন, তখন এই অতিকায় বস্তুগুলোর শক্তি খাঁই মেটাবে ডিজেল জেনারেটর। জেনারেটরের শব্দের তীব্রতা ৭১ ডেসিবেল, সহনসীমা ৬৫ জেসিবেলের চেয়ে ৬ একক বেশি। ধোঁয়া-ধুলো-ভুষোর কথা বাদ থাক। এ ছাড়া শপিং মলে আলোর পরিমাণও বেশি, বাইরের ও বিজ্ঞাপনের বাহারি আলোগুলো আবার বেশি শক্তি অপচয় করে।

এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে জানাই, বড় বড় শপিং মলের পাড়ার প্রতিবেশিরা জানাচ্ছেন, তাঁদের বসতবাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ ঘন ঘন ব্যাহত হয়, ভোল্টেজ ওঠা-নামা করে, এবং লোড শেডিংয়ের দাপট বেশি। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সুরে সুর মিলিয়ে বলি, 'বুঝি বিদ্যুৎ, খেতে ক্ষীর দুধ, চলে গেছে গ্রাম বাংলায়।' না, একটু ভুল হলো। গ্রাম বাংলার সামগ্রীই বরং এখন শহরের মলে। গ্রামের মানুষের আওতার বাইরে তা শোভা পাচ্ছে ইন্দ্রসভার মৌলবীণা হিসাবে, নৃত্যপরা উর্বশীর বিভঙ্গে।

আবার ফিরে আসি ফুলবাগানের প্যান্টালুনের কাহিনীতে।
স্মল টুলস কারখানার মালিক, কারখানা গড়ার জন্য নানান সুবিধাজনক শর্তে জমি পায়। পরে তারা শ্রমিকদের পিএফ, গ্রাচুইটির টাকা পকেটস্থ করে, অঙ্গরাজ্যে পুঁজিবাদ গড়ার মহান লক্ষ্যে প্যান্টালুন ও অর্কিড সংস্থাকে প্রোমোটারির সুযোগ দিয়ে চম্পট দেয়। স্থানীয় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন প্রথমদিকে কিছু আন্দোলন শুরু করলেও, ১৯৯৪-এর পার্টি কংগ্রেসে পুঁজিবাদ গড়ার পথে ধ্বনিভোট পড়লে তারাও হাত গুটিয়ে নেয়। কলকাতা পুরসংস্থা ফুটপাথ ছেঁটে, গাছ কেটে, হাড় হাভাতেদের পিটিয়ে তাড়িয়ে পার্কিং লট বানিয়ে দেয়, তিনটি ট্রাফিক পুলিশ সর্বক্ষণের জন্য মোতায়েন হয় এবং ফুলবাগানের গোল চক্কর ছোট করে প্যান্টালুনমুখী গাড়ির গতিপথ মসৃণ করা হয়। এই সমস্ত ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে মূলত তাদের পয়সায়, যারা কোনোদিন এই সমস্ত শপিং মলে যাবেন না। একটা ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ফুলবাগানের প্যান্টালুনের জন্য গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে (ন্যানো আসার আগেই) ৭৮ শতাংশ- তুলনাটা করা হয়েছে মাত্র দেড় বছর আগের এক ক্ষেত্র সমীক্ষার সঙ্গে, যার ভিত্তিতে ফুলবাগানের রাস্তা চওড়া করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। গাড়ির চলাচল শুধু নয়, গাড়ি পার্কিং-ও বেড়েছে। তার ফলে রাস্তায় গাড়ি চলাচলের এলাকা আবার কমে গেছে—এই কমার পরিমাণটা রাস্তা যতটা চওড়া করা হয়েছিল ঠিক ততখানি। অর্থাৎ সাধারণের পয়সায় সাধারণের জায়গায় গাড়িওয়ালাদের জন্য পার্কিং স্পেস করে দেওয়া হয়েছে বলা যায়। (এখানে মনে করিয়ে দেব যে, ঐ অঞ্চলে জায়গার দাম প্রতি বর্গফুটে ৪০০০ থেকে ৮০০০ টাকা, অর্থাৎ একটি গাড়ি রাখার জায়গার দাম পড়া উচিত ৪ লক্ষ থেকে ৮ লক্ষ টাকা—পার্কিং-এর জন্য গাড়িবাবুরা নিশ্চয় এত টাকা দেন না।) এবার আসবে দূষণের কথা। আটপৌরে যন্ত্র দিয়ে ভাসমান কণার পরিমাণ মেপে দেখা গেল তা বিপদসীমার ৫৪ শতাংশ ওপরে—বাতাসে কার্বনের পরিমাণও বিপজ্জনক মাত্রায়। উল্টোদিকের পেট্রোল পাম্পে বিক্রি বেড়েছে তিনগুণ। মনে হয়, এই সমস্ত কিছু ভেবেই বিদেশমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় তাঁর ৯ আগস্ট-এর ভাষণে যে বলেছেন যে শক্তির বর্ধিত চাহিদার জন্য আমাদের নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ দরকার, অতএব ১২৩ চুক্তি। রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রীও তো বলেছেন, বিরোধীরা হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়তে দিচ্ছে না বলেই পুঁজিবাদ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

সমাজবাদ কায়েম করতে হলে সমাজের যে অর্থনৈতিক বর্গের মানুষদের সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়, পুঁজিবাদ গড়তে গেলে তারাই শত্রু পক্ষভুক্ত হয়ে পড়ে। যে হকাররা এক সময়ে সঙ্গী, আজ তারা শপিং মলের বিরুদ্ধে, কিন্তু যে সব নব্য ধনীরা শপিং মলের অভাবে বিদেশবাসী বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাতে পারছিলেন না, তাঁদের ভোটও (এবং চোট দেওয়ার ক্ষমতা) তো কম নয়। অতএব পাচোরি সাহেবের প্রস্তাবিত কার্বন দূষণ কমানোর তেতো পাঁচন 'মানে কেডা'?

শপিং মল-এর কৃষ্টি হলো অপচয়ের কৃষ্টি— যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য স্বাভাবিকভাবেই খেত থেকে বাজার, বাজার থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত সজীবই থাকে, তাদেরও কৃত্রিমভাবে, অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহার করে, অপ্রয়োজনীয় শীতল আবহাওয়ার রেখে সংরক্ষণ করা হয়। এতে কার্বন দূষণ বাড়ে। শক্তি অপচয় হয়। যে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য দিব্যি ট্রেন ও তারপর সাইকেলভ্যানে চলে আসছিল অতি সামান্য শক্তি ব্যয়ে, সেগুলিকে এখন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ি করে আনার জন্যও ব্যয় হচ্ছে অতিরিক্ত শক্তি। আর পায়ে হেঁটে পাড়ার বাজারে গেলে যে তেল পোড়াতে হয় না, গাড়ি লাগে না, বরং ফাউ হিসাবে খানিকটা ব্যায়াম ও সামাজিক সম্পর্ক পাওয়া যেতে পারে, সে কথা না হয় নাই তুললাম। শুধু অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহার নয়, তৈরি হচ্ছে অতিরিক্ত বর্জ্যও। আমাদের দেশে তো শপিং মল গুলি বর্জ্যের জন্য অতিরিক্ত করও দেয় না। গাঙ্গুলিবাগানের বিগ বাজারের সামনে সকাল সাতটার সময় যান। দেখবেন ধুলোর ঝড় — মলটির যাবতীয় ধুলো ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হচ্ছে রাস্তায়। যানজটে ৩০০ মিটার যেতে লাগবে ১৫ মিনিট (আগে লাগত দু-এক মিনিট), সমস্ত গাড়ি লো গিয়ারে চলায় বিপজ্জনক ধোঁয়ায় ভরে যায় জায়গাটা। গড়িয়াহাটে দেখবেন স্পাইডারম্যান কাচ বেয়ে উঠছে— পুরো দোকানটাই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত— অকস্মাৎ বিজলী চলে গেলে প্রকান্ড জেনারেটর চলতে শুরু করে— তার ধোঁয়া আটকানোর ব্যবস্থাটি অবশ্য আদিম। সেই ধোঁয়া ও অতিরিক্ত তাপ গরিয়াহাটের দিকবিদিকে বিলীন হয়ে যায়। যান জটও ৭১ ডেসিবেলের শব্দ শপিং মলের বিজয় ঘোষণা করছে।

পৃথিবীর উষ্ণায়ণ সম্পর্কিত ইস্যুটি একটি আদ্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ইস্যু, আর বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এই অপ-উন্নয়নের ধারা আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের একটি আগ্রাসী প্রকাশ। কার্বন দূষণ, কার্বন বাণিজ্য এর একটা দিক, আর অপরিমিত

পণ্যের আগ্রাসী বিপণন, শক্তি ও রসদের কাণ্ডজ্ঞানহীন অপচয় এবং অপরিসীম গৃধ্নুতা তার অন্য দিক। হিংসা-দ্বেষ-রিরংসা তাড়িত যে পশ্চিমী সমাজের গর্ভে এই মল-কৃষ্টি জন্ম ও বৃদ্ধি তা মলের সঙ্গে এই ভয়ানক ভাইরাস আজকে প্রাচ্যের দেশে চালান হচ্ছে। স্থানীয় স্তরে শপিং মল বিরোধিতা তাই আসলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা— স্থানীয় স্তর থেকে যার শুরু, বিশ্বজনীন স্তরে যা ছাপ রাখবে। আজ না হোক কাল! এ্ কালরাত্রির অবসানের আশায় এক গর্ভবতী রাত্রিবেলা উন্মুখ অপেক্ষায়।